জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 9th Nov. 1960 { ২৫শ সংখ্যা

উজ্জ্বল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

সুনামে চাহিদা ও বিপুলতা আমার।

প্রস্তুতকারক :
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

"জলে শিলা ভেসে যায়,
বানরে যে গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

—০—

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বানর সৈন্যগণ দ্বারা জলে শিলা ভাসাইয়া "লঙ্কাধামে গমনহেতু লবণ-সমুদ্রে সেতু" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাবণ বধের পর বানরগণ আনন্দে গান গাহিয়া বিজয়োৎসব করিয়াছিল। এখনও এই উল্লিখিত প্রবাদ অসম্ভব বলিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া থাকে। গত বাংলা ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার ইংরাজী ৩০শে অক্টোবরের কলিকাতার দুইখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'পাত্র পাত্রী' বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় একই বিজ্ঞাপন দাতার "পাত্রী চাই" বিজ্ঞাপন দেখিয়া একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক দুইখানি কাগজের বিজ্ঞাপনে লাল কালির দাগ দিয়া সকলকে দেখাইয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাঁচা গেল! ব্রাহ্মণের ছেলে কি মহৎ। বি-এ পাশ স্বাধীন ব্যবসা করে মাসে ৫০০০৲ টাকা আয় করেন। যে কোন জাতির সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করবেন—পণ নাই যৌতুক নাই। যদি মহৎ লোক থাকে তবে ব্রাহ্মণের মধ্যেই আছে। এই বলিয়া লাল কালির দাগ দেওয়া বিজ্ঞাপন দুটি দুই কাগজ হ'তে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। একখানির দুই পৃষ্ঠায় ৮ম কলমের শেষ লাইন হইতে ২৭ লাইন উপর দিকে গুণিয়া যে বিজ্ঞাপনটি আছে তাহা শুনুন—

"স্বাধীন ব্যবসায়ের মালিক, মাসিক আয় ৫০০০৲ টাকা সুদর্শন ব্রাহ্মণ গ্যাজুয়েটের (২৮ বৎসর) জন্য যে কোন জাতির প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই কোন যৌতুকের প্রয়োজন নাই। লিখুন: বক্স ৮৫২৬"

আর একখানি বয়েদ একটু পরিবর্ত্তিত পৃষ্ঠা তিন ৮ম কলমের শেষদিক হতে ১৩ লাইন উপরে—একজন সুদর্শন ব্রাহ্মণ গ্র্যাজুয়েট (২৮ বৎসর, স্বাধীন ব্যবসায়ের আয় মাসিক ৫০০০৲ টাকা) পাত্রের জন্য যে কোন বর্ণভুক্তা একজন প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক কোন যৌতুকের প্রয়োজন নাই। বক্স নং সি, জে, ৫৭৭১ (কাগজের নাম)

এই কন্যাদায়-গ্রস্তের কি হরিষে বিষাদ হইবে (!) প্রকৃত সুপাত্র কি প্রকাশ্য ঠিকানা দিয়া এই দায়গ্রস্তদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন?

দেড় লক্ষ টাকার আফিম এবং গাঁজা আটক

গত ১৯শে অক্টোবর বর্দ্ধমান হইতে ১৬ মাইল দূরে মেমারি চেকিং পোষ্টে ২/০ মণ ৮৮৷০ সের আফিম এবং ৪/০ মণ ৷৪ সের গাঁজা উদ্ধার করা হইয়াছে যাহার মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সংবাদে জানা গিয়াছে উক্ত চোরাই মাল মধ্য প্রদেশ হইতে দুইখানি প্রাইভেট গাড়ী যোগে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল। মালগুলি গাড়ীর গুপ্তস্থানে রাখা ছিল। প্রকাশ কেন্দ্রীয় আবগারী পুলিশের সাহায্যে বিভাগীয় পুলিশ গাঁজা ও আফিম সহ ৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এবং গাড়ী দুইটীও আটক করিয়াছে।

কম ভাত খাও

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু দেশে "কম ভাত খাও আন্দোলন" সুরু করিবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভাত বেশী খাইলে লোকে অলস ও কর্মবিমুখ হইয়া পড়ে। পরিহাসছলে শ্রীনেহরু আরও বলেন, মস্তিকের উপর ভাতের কোন ক্রিয়া আছে কি না, আমি জানি না।

৩০শে অক্টোবর প্রাতে রায়পুরে ২৫৮ শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল উদ্বোধনকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন এবং বলেন, লোকে যদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য এবং শাকসব্জী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে খাদ্যাবস্থার সমাধান অনেক সহজ হইবে। তিনি সুষম খাদ্যের উপর বিশেষভাবে জোর দেন।

বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন

আগামী বৎসরের মাঝামাঝি চিত্তরঞ্জন কারখানায় বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইতে থাকিবে। ইহাই হইবে ভারতে নির্ম্মিত প্রথম বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। সারা দেশের কাছে এই সংবাদ যে এক শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে তাহা কাহারো বলার অপেক্ষা রাখে না।

বেরুবাড়ি হস্তান্তর সম্পর্কিত বিল

নয়াদিল্লী, ২রা নভেম্বর—নেহরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী ভারত-পাক সীমান্তের কয়েকটি স্থান পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তরের জন্য একটি বিল লোকসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হইবে। বেরুবাড়ি ও অপর কয়েকটি অঞ্চলের হস্তান্তর সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট যে বিখ্যাত রুলিং দিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গেই এই বিলটি আনীত হইতেছে।

উক্ত রুলিংয়ে সুপ্রীম কোর্ট বলিয়াছিলেন যে, ভারতের কোন অঞ্চল অন্য কোন দেশকে দিবার অধিকার শাসন বিভাগের নাই এবং সংবিধানের পরিবর্তন না করিয়া ঐরূপ কিছু করা চলে না। এবং তাহা করিবার অধিকার শুধু সংসদেরই আছে। অবশ্য নেহরু-নুন চুক্তির ফলে ভারতও পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চল পাইবে। সেইগুলি গ্রহণের অধিকার সংগ্রহের ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত বিলে করা হইয়াছে। পাকিস্তানের নিকট হইতে যে অঞ্চলগুলি পাওয়া যাইবে সেগুলি আসাম, পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার জন্যও পৃথক একটি বিল আনীত হইবে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মোট ২১টি নূতন বিল আনীত হইবে।

দুর্নীতি! দুর্নীতি!! দুর্নীতি!!!

রামায়ণ মহাভারতে দুর্নীতির কত প্রমাণ আছে তা বলার নয়। ত্রেতায় যোগী সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষার ছলে রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সীতাকে রাবণ চুরি করেছিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উপস্থিতিতে রাজা দুর্য্যোধন কপট পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠিরকে হারাইয়া নিজেদের কুলবধূ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিয়া সভার মাঝে উলঙ্গ করিবার প্রচেষ্টা কি দুর্নীতি!

উচলে উঠিয়া

লক্ষ্ণৌ-এর এক মহিষ মহারাজকে লইয়া শহরের কায়ার ব্রিগেড এবং অন্যান্য স স্থাগুলি এক বিরাট সমস্যায় পড়িয়াছেন। সমস্যার কারণ মহিষ মহারাজের ঊর্দ্ধগমন একেবারে চারতলার ছাদের উপর। লক্ষ্ণৌ শহরে বন্যার সময় এই মহিষ মহারাজটি জনৈক জজ সাহেবের খালি বাড়ীর চারতলার ছাদের উপর গিয়া উঠেন এবং সেখানে খোসমেজাজে আড্ডা বসান। বন্যার জল চলে গেলে জজ সাহেব গৃহে ফিরে মহারাজকে দেখে কায়ার ব্রিগেডে খবর দেন। কিন্তু তাঁকে নামাতে দমকলের দম শেষ হয়ে যাবার যোগাড়। তারা ব্যর্থ হয়ে চলে গেলে ক্রেন নিয়ে আসা হয়। তাতেও কিছু হল না। জজ সাহেব একটু দয়ালু প্রকৃতির লোক। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নিজে হাতে করে মহিষ মহারাজকে খাবার দিতে থাকেন। মহারাজ এখন "নট নড়ন" দিব্যি আরামে নীল ছত্রেরতলায় খোলা হাওয়ায় ছাদে বিচরণ করছেন।

চূর্ণী নদীতে তিন মাইল সন্তরণ

৩০শে অক্টোবর রাণাঘাট সুইমিং ক্লাবের শিশু-মহল পরিচালিত তিন মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা চূর্ণী নদীতে সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও সকলেই শেষ সীমানায় উপনীত হইতে সক্ষম হয়। কুমারী এন চ্যাটার্জি পুরস্কার বিতরণ করেন। ফলাফল :—১ম গনেশ মোদক, ২য় শৈলেন হাজরা, ৩য় বংশী রাউথ।

আজ ১২।১৩ বৎসর ভারত স্বাধীন হইয়াছে। তার পূর্ব্বে ইংরাজ রাজত্বে নিরক্ষর বিহারী পুলিশের হাতে এই শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ সম্বলিত বাংলা দেশের শান্তিরক্ষা নির্ভর করিত। আমরা গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সচিত্র দুর্নীতির বাংলা এবং হিন্দী সংযোগে যাহা ছাপাইয়াছিলাম, তাহা চিত্রসহ নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

চুআনীর জন্য বেআইনী

—:o:—

"অপাত্রে ক্ষমতার হয় অপব্যবহার।
পড়িলে ভেড়ার শিঙে ভাঙ্গে হীরার ধার॥"

পথিক—ছেড়ে দাও মোরে সেপাই বাবাজী
কবি নাই কোন ক্ষেতি।
সেপাই—ফিন সয়তানি, হামারা সামনে
কিয়া নেই তেঁই এথি॥
প—ছেড়ে দাও বাবা করোনা হয়রান—
তোমার চরণে ধরি।
সে—তেরা চেহারাসে মালুম হোতা হায়
তেঁই শালা কিয়া চোরি॥
প—কাপড় চোপড় কিনিতে এসেছি
পাঁজর দিলে যে ভাঙ্গিয়া॥
সে—বে পুইসামে কাপড় পিন্‌হোগে
কুর্ত্তা আউর জাঙ্গিয়া॥
প—কেবল আসিয়া সহরে ঢুকেছি
পার হয়ে এই মাঠ্‌টী।
সে—সোই তো দেখা রাস্তাকা পাশ
কাহে ফিরা হায় টাট্টি।
প—জলশৌচ তবে করিলাম কোথা
কাছে নাই ঘটি গাড়ু?
সে—তব্‌ শুওরা মাতোয়ালা হুয়া
পি'কে যাস্তি দারু।
প—মদ খেলে পর মুখে তো আমার
থাকিত মদের গন্ধ?
সে—গেরেব্দার কিয়া হামারা দিল্‌সে
তেরা পর হুয়া সন্ধ।
প—জানিতাম আমি ব্রিটিশ রাজ্যে
হয় না যে কোন বে'আনি।
সে—ছোড় দেতেহেঁ হামারা বাস্তে
নিকালো একঠো চুআনি॥

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা উৎসব

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরিকল্পনা-উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—

২৩শে অক্টোবর হইতে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দিনে পরিকল্পনা উৎসব প্রতিপালিত হইবে। এই বৎসরে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যমণ্ডিত উদ্‌যাপন ও তৃতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইল বলিয়া বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহা আমাদের যাত্রাপথের একটি পর্যায়ের সমাপ্তি ও আর একটি পর্যায়ের সূত্রপাতের নির্দেশক। এখন একটি লক্ষ্য সিদ্ধ হইল, আরও বৃহত্তর লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে এবং অধিকতর শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্কল্প, সুষ্ঠুতর অভিজ্ঞতা ও অধিক সম্পদ লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পরিকল্পনার পর্যায় অন্তহীন—ইহা জীবনের সমার্থবোধক।

প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের লক্ষ্যই কেবল সিদ্ধ হয় নাই, লক্ষ্য অতিক্রান্ত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে আমাদের অভিপ্রেতের কিঞ্চিৎ অধিক ইতিপূর্বেই সাধিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিগুণ আকারের এবং একত্রিত পূর্ববর্তী দুইটি পরিকল্পনার অপেক্ষাও বৃহত্তর। আমরা আমাদের শিল্পাদির উন্নয়ন, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, অধিকতর কর্ম নিয়োগের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সুবিধাদির সম্প্রসারণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছি। আমাদের এখন অনেক কিছু করিতে হইবে, গুরুতর ও সুদৃঢ় কর্তব্য পালনে উপযুক্ত আমাদের জনবল আছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর সাফল্যের আশা করিবার কারণ আছে।

নিজেদের জন ও উপকরণগত সংস্থানের মধ্যে জনগণ কর্তৃক তাঁহাদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য যাবতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। সেই কারণে পরিকল্পনা-উৎসব জনগণ কর্তৃক নিজেদের অগ্রগতির অনুষ্ঠান। আমরা আমাদের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করিয়াছি। বিশ্বাস, সঙ্কল্প ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়া প্রত্যেক পরিকল্পনাকে আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে পারিব।

শিক্ষকরা পিওনের পদ চাহে

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাব্রতীদের অধিক দুরবস্থা সম্পর্কে ডাঃ শ্রীমালী

নয়াদিল্লী, ৪ঠা নভেম্বর অদ্য এখানে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী বলেন যে, দেশের কোন কোন অংশে শিক্ষকরা বলেন যে, পিওনদের বেতন তাঁহাদের বেতন অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া তাঁহারা ঐ পদে প্রোমোশন চাহেন। ডাঃ শ্রীমালী একথাও বলেন যে, ৫টি রাজ্যে শিক্ষকদের যে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে উহা সরকারী কর্ম্মচারীদের ভাতা অপেক্ষা কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আসাম ও উড়িষ্যার শিক্ষকদের মাত্র ৫৲ মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে। অথচ সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা হইতেছে ২৭৷৷০ টাকা।

উত্তরপ্রদেশ শিক্ষকদের ৪৷৷০ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়, অথচ সরকারী কর্ম্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা হইতেছে ৩৩৲ টাকা। এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও শিক্ষকদের মাত্র ১২৷৷০ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়, অথচ সরকারী কর্ম্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয় ৪০৲ টাকা। বিহারে শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা হইতেছে ২০৲, অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের ৩০৲ টাকা। সম্মেলনে এই অসঙ্গতি পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি বিশেষ কমিটী নিয়োজিত হইয়াছে। কিভাবে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের সমানহারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া যাইতে পারে তাহা বিবেচিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জল ক্রীড়া

ব্যারাকপুর লাটবাগানস্থ পুষ্করিণীতে অনুষ্ঠিত

রবিবার ব্যারাকপুর লাটবাগানস্থ পুষ্করিণীতে পশ্চিম বাংলা পুলিশের পঞ্চম বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম এ পি ব্যাটেলিয়ান ৪১ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে। শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ ও ডাঃ বিমলচন্দ্র সন্তরণের বিভিন্ন কৌশল দেখাইয়া দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে শ্রীমতী ঘোষ চৌধুরী পুরস্কার বিতরণ করেন।

হস্তচালিত তাঁতদ্রব্য এবং নক্সা প্রতিযোগিতা

পূর্ব্ববর্তী বৎসরগুলির ন্যায় এই বৎসরেও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য ও নক্সার জন্য শিল্পী ও কারিগরদের পুরস্কার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প অধিকার কর্তৃক উক্ত প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যের জন্য রাজ্য ও জেলা পর্য্যায়ে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিগণকে ১৯৬০ সালের ১২ই নভেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ জেলার সমবায় সমিতিসমূহের সহনিবন্ধকের অফিসে নিজেদের দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

বেবীফুডের প্রকাশ্য কালোবাজারি

শিশুর পথ্য বেবীফুড লইয়া কলিকাতার এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এখন একরূপ প্রকাশ্যেই কালোবাজারে নামিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। এই ব্যবসায়ীরা সরকারী আইন অগ্রাহ্য করিয়া দোকান হইতে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রস্তুত বেবীফুডের নির্দ্ধারিত মূল্যতালিকা উধাও করিতে সাহসী হইয়াছে। বুধবার বিকালে এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পায় বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ পাঁচটি দোকানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া কোথাও বেবীফুডের নির্দ্ধারিত মূল্যতালিকা টাঙ্গানো দেখিতে পায় নাই। পুলিশ দোকানগুলি হইতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার এবং প্রায় একশত টিন বেবীফুড উদ্ধার করে। এই বেবীফুডগুলি অধিক দরে বিক্রী করার উদ্দেশ্যেই লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

বর্দ্ধমান অঞ্চলের মোহন্ত গ্রেপ্তার

গত ২৬শে অক্টোবর বর্দ্ধমান অঞ্চলের মহন্ত শ্রীসর্ব্বেশ্বর শরণ দেব ও তাহার ভৃত্যকে গুলি চালনার দায়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, সকালে বাঁকর ঘাটে ললিতা ওঝা যখন স্নান করিতেছিল তখন ধৃত ব্যক্তিদ্বয় অঞ্চলের ছাদ হইতে বন্দুক চালায়। ফলে উক্ত রমণী ও দুইটি বালক আহত হয়। তাহাদিগকে আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। গুলি চালনার কারণ কিছু জানা যায় নাই। মোহন্তকে তিন হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার ৪টি বন্দুক, ১টি রিভলভার ও ১টি পিস্তল পুলিশ কর্তৃক আটক করা হইয়াছে।

ঘোড়দৌড়

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইন করতে রুইন হলো
হারাই বুঝি প্রেস
ঘোড়ার চেয়ে দেখি এখন,
সুদের দৌড়ই বেশ।

রেসের সরেস পরিণতি আফগান ব্যাঙ

এ প্রথা এই স্বাধীন ভারতেও চালু আছে।

জঙ্গিপুরে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা উৎসব

গত ৭ই নভেম্বর সোমবার সকাল ৫।০ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটী যুবক-সঙ্ঘের পরিচালনায় প্রভাতফেরী বাহির হয়। বেলা ৮ ঘটিকায় অগ্নি ফৌজ, নেতাজী-সঙ্ঘ ও বাসন্তীতলা ব্যায়ামাগারের ছেলেরা ব্যাণ্ডবাদ্য সহ সহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকাল ৫ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল অফিসে পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীঅরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে চা-পান ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে প্রদর্শনী উদ্বোধন ও জনসভা হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ও উপমন্ত্রী শ্রীঅরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বক্তা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা উৎসবের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় বিখ্যাত কবিগায়ক গুমানী দেওয়ান ও শ্রীলম্বোদর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিগান হয়। গান শুনিবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। জঙ্গিপুরের মহকুমা প্রচারক শ্রীগুরুপদ সাউ এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীমান্ সূর্য্যনারায়ণ ঘোষালের নেতৃত্বে যুবক-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধুর সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব নহে

লালগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের বিদায় অভিনন্দন সভায় সভাপতির ভাষণ

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন

গত ৩০শে অক্টোবর রবিবার লালগোলায় অতুলশিব ক্লাব প্রেক্ষাগৃহে লালগোলা যাদবলাল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় সরকারী নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁহার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রগণ, সহকর্ম্মীগণ ও বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানান। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বীরভূমের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূতপূর্ব্ব আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ত্তমানে নবনালন্দা মহাবিহারের পরিচালক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এই সভায় ঐ বিদ্যালয় পরিচালক কমিটীর সম্পাদক বীরভূমের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পুলিনবাবুর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে একটি পাকা দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসরান্তে বসবাস করিবার জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ শ্রদ্ধার্ঘ্য দেন। ইহা ছাড়া, প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে একটি টাকার তোড়া দেওয়া হয়। তাঁহার বহু প্রাক্তন ছাত্র রেডিও, বই ইত্যাদি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

এই সভায় প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্র, শিক্ষক মহাশয়দের পক্ষ হইতে বহু মানপত্র প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে দেওয়া হয়। বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বহু প্রাক্তন ছাত্র এই সভায় যোগদান করেন এবং পুলিনবাবুর চারিত্রিক দৃঢ়তার ও মহত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন।

সভাপতির ভাষণে ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি বহু সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছি, কিন্তু এই সভায় যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইলাম সেরূপ আনন্দ কোথাও পাই নাই। প্রাচীনকালে গুরু শিষ্যের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দ্রব্যসামগ্রী পাইতেন। কিন্তু একালে গুরু-শিষ্যের যে মধুর সম্বন্ধ পুরাকালে ছিল তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর ছাত্র বিশৃংখলার যুগেও এরূপ গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধ বিরাজমান দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। পুলিনবাবু শিক্ষক হিসাবে যে সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন সে সৌভাগ্য খুব কম শিক্ষকের ভাগ্যেই ঘটে। তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘ ৪৪ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া যে উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন তাহাও অন্যান্য শিক্ষকদের অনুকরণীয়। তাঁহার প্রাক্তন ছাত্ররাও গুরুদক্ষিণা দিবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহাও সকলেরই অনুকরণ করা উচিত। গুরু-শিষ্যের মধুর সম্বন্ধ ব্যতীত শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব নহে। গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষকের পক্ষেও শিক্ষাদান করা সম্ভব নহে। গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক গুরু ও শিষ্যের উভয়ের চেষ্টাতেই গড়িয়া উঠে। পুলিনবাবু ও তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে যে সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আজকের দিনে খুবই দুর্লভ। সেজন্য এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষকেরই অনুকরণ করা উচিত।"

পরিশেষে বর্ত্তমান ছাত্রদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এবং বহিরাগত প্রাক্তন ছাত্রদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়। 'বীরভূম-বাণী'

শিশু সমাবেশ

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবসের প্রাক্কালে এক শিশু সমাবেশ হয়। পণ্ডিত নেহরু এই শিশুদের কাছে রাষ্ট্রপ্রধানদের কলহের কথা বর্ণনা করেন। শিশুদের মত তাঁহারাও যে নিজেদের বিরোধ মিটাইতে পারেন নাই, এই মন্তব্যও পণ্ডিতজীকে করিতে শুনা যায়। এত দূরের কথা না শুনাইয়া আমাদের ঘরের কথা—আসাম ও পাঞ্জাবী-সুবায় বিরোধের দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো শিশুরা পণ্ডিতজীর বক্তব্যের মর্ম্ম আরো সহজে বুঝিতে পারিত।

পলকে প্রলয়!

—:o:—

He—রেশন কার্ডখানা হারিয়ে গেল!

She—তুমিও হারিয়ে গেলে না কেন?

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন কিছুসংখ্যক খেয়া ও খুটাগাড়ী ঘাট ও "প্রতাপগঞ্জ হাট" নামীয় একটী হাট (যাহা সমসেরগঞ্জ থানা ও কাঁকুড়িয়া মৌজায় অবস্থিত) সন ১৩৬৮ সালের জন্য প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত হইবে।

নিলামের সর্ত্তাবলী, তারিখ, স্থান ও সময় মহকুমার বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে, থানায়, মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে ও অন্যান্য সরকারী অফিস সমূহে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে ও ভূমি সংস্কার অফিসে নোটীশ বোর্ডে দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।

স্বাঃ জি, এস, ব্যানার্জি
মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

আপনার সঞ্চয় জাতির সম্পদ

- ১২-বছর মেয়াদী ন্যাশনাল প্ল্যান সেভিংস সার্টিফিকেট। ১০০৲ বার বছর পরে ১৩৫৲ হবে।
- পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট। — সুদ বার্ষিক ২% থেকে ২½%
- ১০-বছর মেয়াদী ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট। সুদ বার্ষিক ৪%
- ১৫-বছর মেয়াদী এন্যুইটি সার্টিফিকেট (দ্বিতীয় পর্যায়) বার্ষিক ৪·২৫% সুদসহ আসল টাকা ১৫ বছরে প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট হারে পরিশোধ করা হয়।
- ক্রমবর্দ্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী পাশ-বই পরিকল্পনা। —সুদ ৩·৩% থেকে ৩·৮%

এই কটির যে কোনটি বা সবকটিই নিতে পারেন।

যে টাকা আপনি স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় নিয়োগ ক'রবেন তার ২/৩ অংশ আপনারদেই গৃহনির্মাণ, হাসপাতাল, যানবাহন, রাস্তা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হবে।

সকল পোষ্ট অফিসে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অফিসগুলিতে এবং রিজিওন্যাল ন্যাশনাল সেভিংস অফিসার, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন"   টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার [illegible]

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible] হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটার সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।